কবিতা

সোহেল হাসান গালিব

কথা

আমাদের কথা হলো
দেখা হবার অন্তত পঁচিশ বছর পর।

এও কি সম্ভব?

তাহলে সাতাশ বছরের এই
পুরনো বকুল গাছটিকে দ্যাখো—
এর সঙ্গে আজও কথাই হলো না।

যে তারার আলো
ঘুমন্ত শিশুর চোখে এসে পড়ে
সেও নাকি মরে মিশে গেছে
অযুত বছর আগে।

একদিন দিনান্তের খুব কাছে গিয়ে
সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর হাত রেখে
ভেবেছিলে, পৃথিবীর মনস্তাপ
ছুঁয়ে দেখা হলো।

অথচ সেদিন
জলের ধারেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম।
কী নিঃশব্দে ডুবে গেল সূর্য,
বালুতটে লেখা
আমাদের নাম মুছে দিয়ে
রাত্রি এল।

তবু কাছে ডাকবার ফুরসত
কারোরই হলো না।

আজ দুই জনে—শুধু দুটি ঢেউ—
জলের ভাষায় কথা বলি,
বোঝে না তা কেউ।

মৃত্যু

কী করে চরিত্র নষ্ট করা যায়
ভেবে গিয়েছিলাম এক চরিত্রহীনের কাছে।

এমন নয় যে, নরাধম বাড়ির পাশেই থাকে।
ঠিকানাটা নেটে সার্চ দিয়ে পাওয়া।

গিয়ে জানলাম, গত বছর সে মারা গেছে করোনায়।

চরিত্রহীনের বউ তবু কফি খাওয়ালো আমাকে
জংধরা শীতের সকালে। দুটি অনাথ- এতিম
পুত্রকন্যা সাথে নিয়ে তাদের বাবার
কবরে গোলাপ রেখে আসলাম।

ফিরে এসে বুঝলাম, কোনো লাভ হলো না আশলে।

কী করে চরিত্র ভালো করা যায় ভেবে অতএব
যেতে হলো একদিন চরিত্রবানের কাছে।

সেখানেও একই কাণ্ড। প্রত্যেকে চরিত্র ফেলে রেখে
কী সুন্দর মরে গেছে!

একটি প্রেমের কবিতা

আমাদের টয়লেটে ' ম্যারাডোনা' নামাঙ্কিত একটা বদনা ছিল। ঐ বদনা- কারিগর আর্জেন্টিনার ভক্ত না এংরি ব্রাজিল, বোঝা মুশকিল। অনেক কিছু না বুঝেই আমরা তবু বেঁচে আছি।

তোমার আমার সম্পর্ক চুকে- বুকে যাবার আগেই পৃথিবীতে ভেঙে পড়ল টুইন টাওয়ার। কী আশ্চর্য! পরস্পরকে ডাম্প করার দিনেই ঐ পাম্প মেশিনের ধারে ফুটল কাঠগোলাপের ফুল।

এরও বহুদিন পর তুমি লিখেছিলে, 'আমার স্বামীর স্বভাব অবিকল তোমার মতো।' কেন লিখেছিলে?

অথচ একথা বলোনি, তুমি একটা কুকুর পুষেছিলে আমার নামে। কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে একদিন দেখলাম তোমার স্বামীটি তাকে ডাকছে : ববি, ববি। সেও লাফিয়ে উঠছে : ঘেউ, ঘেউ...

পৃথিবীতে কাকতালীয়তাহেতু এইসব ঘটে, তা কিন্তু বলবে না কেউ।

রূপনগর

সেই কবে মা বলেছে : স্কুলে যাচ্ছ, যাও—
হেঁটে হেঁটে ঐ জামতলা দিয়ে—
জামগাছে উঠো না আবার—সেই
রফিক স্যারের বাড়ি—তারপর
তারাকান্দি রোড ধরে
সাবধানে এগোও—কেউ এসে দিতে চাইলেও
নিয়ো না লজেন্স তুমি অচেনা কারুর থেকে।

আমিও নিই নি কিছু। করেছি রিফিউজ অনেককেই।
দেখেছি অবাক হয়ে, চারপাশে শুধু
লজেন্সপাহাড়—গন্ধগাছে ডালপালা তার
ছড়ায় রঙের হাতছানি।

এ গ্রাম, স্বপ্নের থেকে পাওয়া কোন সে রূপনগর—
অপহরণের চরাচর—লেবুগন্ধে ভরা—
এখানে তরমুজ ফুটি চাষ হয়,
ফোটে তিল তিসি ও বাদাম।
দুই টাকা মাত্র দুটি লজেন্সের দাম।

মোড়কে জড়ানো বাক্স—চাকায় ঘোরানো গাড়ি
কত দূর দেশে যায়, দূর থেকে আসে...
খোলা ম্যানহোলে উঁচু খুঁটির মতন
জেগে থাকে বরাভয়।

বসুন্ধরার পাশ কেটে, আজও দেখি,
বসুধাকে চলে যেতে হয়।

====

পরিচিতিচিত্রঃ কবি

সোহেল হাসান গালিব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। বর্তমানে প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ। বাংলা ভাষা ও ভাষা সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক। কবিতার বই - চৌষট্টি ডানার উড্ডয়ন, দ্বৈপায়ন বেদনার থেকে, রক্তমেমোরেন্ডাম, অনঙ্গ রূপের দেশে, তিমিরে তারানা, ফুঁ। প্রবন্ধ - বাদ- মাগরিব (ভাষা- রাজনীতির গোপন পাঠ)। সম্পাদনা করেছেন শূন্যের কবিতা (প্রথম দশকের নির্বাচিত কবিতা), কহনকথা (সেলিম আল দীনের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার)। এছাড়াও সম্পাদনা করেন কিছু পত্রিকা, যেমন ক্রান্তিক, বনপাংশুল, পরস্পর (ওয়েবজিন)।